স্তবক

মৈত্রেয়ী দেবী

BANGLADARSHAN.COM

কোনো কথা নহে

কোনো কথা নহে আজ কোনো কথা নহে
আজ শুধু রহ বসি নিস্তব্ধ নির্বাক,
অন্তরের ব্যথা যদি ভার হয়ে রয়ে
তবু আজ মৌন রহ, সব পড়ে থাক।

এই ঘন বনতলে স্নিগ্ধচ্ছায়া পর
মেলে রাখ স্থির তব বিমুগ্ধ অন্তর।
ইন্দু যবে ঢালে আলো সিন্ধু গরজায়
অকূল তরঙ্গ ভাঙ্গে পাগলের প্রায়
শুক্তি ভাঙ্গি মুক্তা যত ছড়াইয়া পড়ে
দূরে দূরে সিন্ধুতটে বালুকার পরে।
রবি দীপ্তি উদ্ভাসিত সুবর্ণ আলোকে
এ বিশাল বিশ্বখানি দেখ শান্ত চোখে
অবরুদ্ধ করে রাখ বাণী। কথা যত
মর্মমাঝে লুপ্তি পাক, হে কবি সতত
নিস্তব্ধ অন্তর হতে অমৃতের ধারা
বাক্যের বন্ধন মুক্ত তাই সীমাহারা
সব দ্বন্দ্ব অবসান, তর্ক ঘুচে যাক
তোমারে করিয়া দিক নিঃশব্দ নির্বাক
উদ্বেলিত চিত্ত বেগ শান্ত হয়ে রহে
কোনো কথা নহে আজ কোনো কথা নহে

এই মহা শান্তি মাঝে স্নিগ্ধ দৃষ্টি হানি
রাখি শুধু একবার চোখে চোখখানি
আসিয়া দাঁড়াও এই কানন নিছায়
হাসিয়া দাঁড়াও এই পথের ধূলায়
কাঁদিয়া দাঁড়াও এই শিশিরের জলে
এ উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপতলে

BANGLADARSHAN.COM

যেথা দূর দূরান্তরে বিশ্ববায়ু বহে
কোনো কথা নহে আজ কোনো কথা কথা নহে

১৯২৬

BANGLADARSHAN.COM

পরিণতি

লহ মোরে লহ মোরে চল মোরে লয়ে
আমার এ স্বপ্ন-স্রোত যেথা গেল বয়ে
কালের এ সমুদ্রের স্তব্ধ হবে গতি
বাসনা বিমুক্ত দেহে পাবে পরিণতি
ক্ষুদ্র এ জীবন। দৃশ্য যাবে মুছে
বাধা বন্ধহীন পথে মোহ যাবে ঘুচে,
আশাহীন ভাষাহীন শেষ সেথা সব
পান্থহীন পথ পরে নাহি কলরব
জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নাহি রবে কাল
নাহি রাত্রি নাহি দিন না হয় সকাল,
চাওয়া নাই পাওয়া নাই শেষ সব হবে
এ ভ্রান্তি ঘুচিয়া যাবে আত্ম অনুভবে।

BANGLADARSHAN.COM

আকাঙ্ক্ষার আবর্তন শান্ত করে সেই
প্রদাহ শীতল করে সে কি কিছু নেই
অবিশ্রান্ত কর্মক্লান্ত সকলের ক্লেশ
এ দুরন্ত বহ্নিশিখা করে দিয়ে শেষ
সমস্ত হরণ করি দিতে পারে সব
চিত্ত পরিপূর্ণতায় অতুল বিভব।
পৃথিবীর মিথ্যা হতে পারে যদি নিতে
মহা পরিণতি মাঝে সত্যের জ্যোতিতে

নিয়ে চল নিয়ে চল জান যদি পথ
পিছে ফেলে অভিশপ্ত খণ্ডিত জগৎ
মুগ্ধ অন্ধকার হতে জ্ঞান শিখা হাতে
সবার অচেনা পথে, সবার অজ্ঞাতে।

১৯২৭

রিক্ত ও মুক্ত

সে কোন রাতে ভেবেছিলাম
একলা বাহির হব
সঙ্গে আমার সঙ্গী নাহি লব,
শয্যা ছেড়ে উঠে এসে
খুলে দিলাম দ্বার
সম্মুখেতে স্তব্ধ আকাশ
গভীর অন্ধকার
পৃথ্বী যেন সর্বহারা
মন্ত্র ছায়াময়
আজ আমাদের বিশ্ব মাঝে
নিঃস্ব মনে হয়।

পথের পাশে বাঁশের ঝোপে
কৃষ্ণচূড়ার গাছে
আমার পরম শূন্যতা যে
নিবিড় হয়ে আছে
সম্মুখে মোর চলেছে পথ
কোথায় নাহি জানি
মৃত্যু যেন মূর্ত হয়ে ফেলেছে জালখানি
সেথায় এলেম নেমে
ক্ষণেক আমার মুক্ত দুটি
দ্বারের পাশে থেমে।

অন্তবিহীন অন্তরেতে
চিন্তা নাহি জাগে
আপনারে ভিন্ন বলে
মুক্ত বলে লাগে
কখন দেখি সম্মুখে মোর
আঁধার গেছে টুটে
রক্ত ঊষার ওষ্ঠপুটে

BANGLADARSHAN.COM

হাস্য ফুটে উঠে।
রাতের মায়া পড়ল ছিঁড়ে
দীর্ঘ পথ মাঝে
হৃদয়ে মোর এমন করে
দৈন্য কেন বাজে?

পুষ্প মেলে মুগ্ধ আঁখি
পক্ষী ওঠে জেগে
উচ্ছ্বসিত পূর্বাকাশের
রশ্মি-রেখা লেগে।
রাত্রি ভরা স্বপ্ন মাঝে
গর্বে ছিনু ভরি
আপনারে রিক্ত হেরি
মুক্ত মনে করি।
এখন মনে হয়
এ শূন্যতায় রিক্ত করা
মুক্ত করা নয়।

BANGLADARSHAN.COM

১৯২৯

পূর্ণিমা

সেদিন পূর্ণিমা রাতে
প্রচ্ছন্ন আলোকে
আপনারে কি আশ্চর্য লেগেছিল চোখে
নিস্তব্ধ আকাশে লেখা
এতটুকু মেঘ রেখা
তারা ছোট ছোট
পূর্ণিমায় ধোয়া যেন
ফুল ফোট-ফোট।
রজনীগন্ধার গাছে
সদ্যপাতি পুষ্প মাঝে
কি জানি কি লেখা
সুগন্ধ অদেখা
এসে শুধু মর্মমূলে লাগে
ঘুমন্ত রজনী হতে কোন মায়া জাগে।
আমার এ হৃদয়ের তল
তরঙ্গিত হয়ে ওঠে আবেশে চঞ্চল,
শুষ্কপাতা ঝরে বনে
নিশীথের সমীরণে
শব্দ শুনি ক্ষীণ
তোমারে দেখিনি বহুদিন
তবু তাই নিয়ে বসে
বিরহের গাঁথা রচিব না।

আমার হৃদয় মাঝে
আজ যত ধ্বনি বাজে
নহে তাহা বিরহ বেদনা
নহে স্মৃতি মিলনের
গত শত দিবসের
স্পর্শ অনুপম

BANGLADARSHAN.COM

এই যে শুধু মম
উদ্বেলিত হৃদয়ের ধ্বনি
জ্যোৎস্না সিক্ত বনপথে
ওঠে রণ-রণি।

যে আনন্দ পরশ রতন
আমারে বাজিয়েছিল বীণার মতন
সে ধ্বনি এখনও থামে নাই
মুগ্ধ এই জ্যোৎস্না রাতে তাই
হৃদয়ের শত শত তার
গগন মথিয়া তোলে বিহ্বল ঝঙ্কার
শুধু পাওয়া না পাওয়ার
বেদনা এ নয়
ভাষার অতীত সুরে মথিত হৃদয়।

১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

কবি

কর্ম যত সৃষ্টি যত পুষ্প যত ফোটে
মৃত্যু হতে জন্ম লভি ঊর্ধ্বপানে ওঠে।
চৈত্র বায়ে পত্র ঝরে শুষ্ক নদীময়
মৃত্যু মাঝে জন্ম নব রুদ্ধ হয়ে রয়
আনন্দিত চিত্ত তব উচ্ছলিত সুর
সৃষ্টি করে গীতধ্বনি স্বপ্ন সুধাপুর
ধ্বংস হতে সৃষ্ট সে নয় সে যে মুক্তধারা
আনন্দেরি অমৃততে তাই সে মরণহারা।
জোয়ার আসে চিত্ত হতে ভাটার নাহি ভয়
উদ্বেলিত তরঙ্গেরি মত্ত ধ্বনি বয়,
পৃথ্বী মেলে মুগ্ধ আঁখি আত্মা ওঠে জেগে
উৎসারিত ছন্দ গীত স্নিগ্ধ জ্যোতি লেগে।
মৃত্যুহারা গানের ধারা চতুর্দিকে বয়
বিশ্বজনের চিত্ত করে নিত্য সুধাময়
অনিত্য যে ছন্দবাণী আজ তোমারি দ্বারে
যুক্ত হল চিরকালের মুক্ত পারাবারে
অনন্ততে লিপ্ত হয়ে লুপ্ত তাহার সীমা
অমৃততে সঞ্চারিত সুরের মধুরিমা।
পন্থাহারা অখণ্ডকাল স্তব্ধ হয়ে রয়
সঙ্গীতেরি ছন্দে তব বিশ্ব-জীবনময়।

১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

জয়ন্তী উৎসব

শুভদিনে ভক্ত যত গেল দেবালয়ে
নত নেত্রে, মুগ্ধ হাতে অর্ঘ্যথালা লয়ে
বিকশিত পুষ্প দলে দিল অবিরাম
অসংখ্য অঞ্জলি আর অসংখ্য প্রণাম।
অনন্ত এ নিখিলের কাল অগণন
একটি মুহূর্ত আসে পরম শোভন
শুষ্ক বৃক্ষ শাখা হতে ঝরে পুষ্পরাজি
দিকে দিকে সে মুহূর্তে শঙ্খ ওঠে বাজি
ত্রিলোকের মর্মে মর্মে বাজে ধ্বনি তার
অনন্ত আকাশ হতে কলস সুধার
ঝরে নিখিলের পাত্রে। তারি মধুরিমা
প্রকাশে অমেয় শক্তি, অপার মহিমা।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের জয়গানে প্রকৃতির প্রাঙ্গণ কোণায়
নীরব অর্ঘ্যের থালা ভরেছে সোনায়
তোমার বন্দন বাণী পূজার অঞ্জলি
সেদিন সাজানো হল, আজ এ সকলি
গৃহকোণে অক্ষমের যত আয়োজন
মিথ্যা হল। তোমার কি আছে প্রয়োজন
তুচ্ছ মোহে? ইহাদের আত্ম অভিমান
তোমারে কভু কি পারে সঁপিতে সম্মান?
লক্ষ চিত্ততটে জাগে অরুণ আভাস
অবরুদ্ধ জীবনের তুমি কি আকাশ?

তুমি কি আনন্দ জ্যোৎস্না ধেয়ানে মগন
মানস গগন তীরে? এ শুভ লগন
বেহাগে ধ্বনিত হয়ে ওঠে মুগ্ধস্বর
তোমার তোরণ দ্বার জনতা মুখর
অসংখ্য চরণ-ধ্বনি, নৈবেদ্যের থালা
প্রজ্জ্বলিত ধূপ-শিখা পুষ্প-গন্ধ ঢালা

উচ্ছ্বসিত উৎসবের আনন্দ উছল
সেথা মোর প্রবেশিতে নাহি ছিল বল।
সেই মুক্ত দ্বার প্রান্তে চির জীবনের
করুণ অঞ্জলি ছিল অশক্ত ভক্তের
পূর্ণ চরিতার্থতার স্নিগ্ধ দীপ্তি লিখা
নিরুদ্ধ এ অর্ন্তমূলে সে নিষ্কম্প শিখা।
মেঘমুক্ত জীবনের জ্যোৎস্নাময়ী শশী
পশ্চাতে ফেলেছে মোর রজনী তামসী
তোমার চরণ-ধ্বনি ভরে বারবার
এই পথবর্তিনীর হৃদয় ভৃঙ্গার
সার্থক অস্তিত্ব পেল অমূল্য যে দাম
তবু প্রশ্ন নেবে কিনা আমার প্রণাম।

১৯৩২

BANGLADARSHAN.COM

দুরাকাঙ্ক্ষা

সুন্দর তুমি করনি করনি ভুল
বেদনা গুমরে গোপন মর্মময়
যদিও অঙ্গ কণ্টক সমাকুল
যদি জ্যোৎস্না নামেনি এখনো
হৃদয় প্রান্ত ছেয়ে
তৃষিত আমার চিত্ত রয়েছে চেয়ে
বর্ষা আসিলে কদম্ব ওঠে ফুটে
লক্ষ কলির গোপন বন্ধ টুটে
তবুও দিঘির ধারে
রুক্ষ কেতকী বিকাশিছে আপনারে
বদ্ধ তাহার নব যৌবন রূপ
দেহ হতে ফিরে অন্তরে জ্বালে ধূপ।

BANGLADARSHAN.COM

সেই সুগন্ধ দূর দিগন্ত ছায়
ধন্য সে আপনায়
অঙ্গে আমার কণ্টক বিঁধে আছে
তবু আমি নয় সিক্ত কেতকী ফুল
ভেদিয়া আমার মর্মের গূঢ় মূল
যতটুকু ওঠে সুধা
তা নিয়ে মেটে না বিশ্বজনের ক্ষুধা।
আমি রহিয়াছি পথবর্তিনী
প্রত্যহ পথ পাশে
যত ম্লান ছায়া আসে
কুরূপ কুশ্রীতায়
প্রতিদিন মোর বদ্ধ হৃদয় জীর্ণ করিতে চায়।

তবুও যে দেখি প্রদোষ আলোতে
প্রভাতের ঊষালোকে
প্রতিদিন মম চির সুন্দর দাঁড়ায়েছে চোখে চোখে।
বায়ু মর্মরে বাণী

শুভ্র মেঘেতে দূর নীলিমায়
লিখেছে যে লিপিখানি
করেছ শোভন করুণ নয়ন পাত
পোহাবে না তাতে দারুণ দুঃখ রাত!
সব মিটিবে না সাধ,
জীবন ঘেরিয়া তুচ্ছ আর্তনাদ।
লিপিখানি তব লেখেনি চরম লিখা
তীব্র প্রেমের জ্বলেনি দীপ্ত শিখা
তবু এতটুকু ক্ষুদ্র প্রদীপ দিয়া
এতটুকু আলো হেসে ওঠে বিকশিয়া
তবু প্রতিদিন প্রভাত আলোর ভাষা
জাগ্রত করে আশাতীত মম আশা।

১৯৩৬

BANGLADARSHAN.COM

অসময়

এখনও আমার হয়নি সময়
হয়নি রজনী ভোর
তবু নন্দন গন্ধ বাহিয়া
এসেছ বৎস মোর!
অচেনা অতুল মুকুলিত ফুল
তরুণ অঙ্গভার,
যে অমৃত লয়ে এসেছে আলয়ে
প্রকাশিছে কিছু তার।

হৃদয় ভরিয়া এসেছ নবীন
ভুবন ভরেছ গানে
রুদ্ধ যা ছিল হল কি মুক্ত
আকাশ এল কি প্রাণে!
তবু মনে হয় এ নহে সময়
এখনও রয়েছে বাকি
ঘুচাতে আমার মনের আঁধার
পুরাতে সকল ফাঁকি!

ঐ সুকোমল স্পর্শের তরে
কঠিন এ কোল মোর
এখনও ভাগ্য করেনি যোগ্য
লভিতে অঙ্গ তোর।
এখনও হৃদয় সুন্দর নয়
অনেক দৈন্য গ্লানি
লোভ মোহ পাপ ছোটছোট শাপ
করিতেছে হানাহানি।

অপুণ মন ক্ষুদ্র জীবন
ঘিরেছে তুচ্ছতায়
দেখে মনোলোভা স্বর্গের শোভা

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণ করে হায় হায়
যেন মোরা মায়া নাহি আনে ছায়া
যেন মলিনতা মম
আড়াল না করে, রূপে রসে ভরে
সৌরভে অপ্রতিম।

এই পাওয়া তোরে অন্তর ভরে
সার্থক করে নিতে
দিনে দিনে তোর প্রতি কাজে মোর
হবে পরিচয় দিতে।
ঐ অনুপম হাসি দেখে মম
মনে মনে জাগে বল
শুধু ক্ষণে ক্ষণে অজানা কারণে
চোখে ভরে আসে জল।
বন্দী রয়েছি নিজ শৃঙ্খলে
হয়নি রজনী ভোর
তবু নন্দন গন্ধ বহিয়া
এসেছ বৎস মোর।
ও মুখে সহাস, স্বর্গ প্রকাশ
যেন এ আশীর্বাদ
ভাঙ্গিয়া শুক্তি লভিব মুক্তি
এনেছে সে সংবাদ।

BANGLADARSHAN.COM

উৎসর্গ

অক্ষম কেন লেখনী আমার
কিছু না জোগায় কথা
মর্ম চেতনা সঞ্চারি ফেরে
চঞ্চল আকুলতা।
ছায়ার মতন এসে ভেসে যায়
চিন্তা সূত্রহীন
অতি ক্ষীণ তার রূপ সম্ভার
সংশয়ে বিমলিন।

দিগন্ত ব্যাপী দূর নীলিমায়
ঘন জলদের ছায়া
ছোঁয়ায় হৃদয়ে সে কোন বিরাট
অশরীরী এক মায়া।
প্রতি মানুষের মুখে যবে চাই
মনে হয় যেন আছে
অন্তবিহীন তপস্যা কার
তার অন্তর মাঝে।
প্রতি পল্লবে তরু গুল্মতে
কি স্পর্শ মনে লাগে–
চারিদিকে মোর স্তব্ধ জগৎ
সুমহৎ হয়ে জাগে!

সেই অনন্ত পটভূমি পরে
কুঁড়ি এতটুকু ক্ষীণ
কী তুচ্ছ তার আত্মপ্রকাশ–
কত সে মূল্যহীন!
তবু দুর্বল সাধ কেন জাগে–
ভীত কম্পিত চিতে
শরম সিক্ত অবগুণ্ঠন–
মুখ হতে ফেলে দিতে।

BANGLADARSHAN.COM

পরম ধৈর্যে প্রতিদিন তুমি
কত দিলে মোরে আশা
শিশুকাল হতে শিশু কণ্ঠের
শুনেছ তুচ্ছ ভাষা
শিথিল মননে অস্ফুট ভাব
ফুটেছে যা মনে মনে
নত শিরে আজ এনেছি আমার
সলজ্জ নিবেদনে।

১৯৩৬

BANGLADARSHAN.COM

বিপ্রলব্ধা

গিরি বিলম্বি জলদের নিচে
কাঁপে অরণ্যছায়া
জানি না সে কোন স্বপ্ন লোকের
কল্প রচিত মায়া।
জলসিঞ্চিত মন্থর হাওয়া
আনে কোন প্রত্যাশা
তুষারাবৃত তুঙ্গ শিখরে
ধ্বনিত বিশ্ব-ভাষা।
পাহাড় আড়ালে গুহায় আমার
নিদ্রিত দেহ মন
ঘন কুয়াশায় কেবলি হারায়
মরে যায় অকারণ।

BANGLADARSHAN.COM

হৃত সৌরভ স্খলিত ছন্দ
প্রতিহত ঝঙ্কারে
যাবে না সে আর জন-কল্লোলে
নির্লাজ অভিসারে।
শত প্রতিভার বহ্ন্যুৎসবে
যেথা সঙ্গীত বাজে
ছিন্ন চরণে বিপ্রলব্ধা
যেথা হতে ফিরিয়াছে
যে মোদিত সাধ স্বপ্নে বিলীন
স্মরণ চিহ্ন তার
দুঃসহ হল জীবন সীমায়
হল দুর্বহ ভার।

কবে একদিন উদয় আলোক
ভালে অর্পিল টিকা
জ্বলেছিল মোর বিস্মিত মনে
ঊর্ধ্বমুখিন শিখা।

আজ সে প্রদীপ আঁচল আড়ালে
বিমুখ বাতাস হতে
রুদ্ধ দুয়ার দেহলির পরে
বাঁচিয়েছি কোনো মতে
উদ্ভাস জ্যোতি জ্যোতিষ্কলোক
সে নহে শুভ্র তারা
প্রত্যহ তার আলোকে আমার
গৃহ কাজ হয় সারা।

তবু কাঁদে কেন শূন্য জীবনে
চির পরাভূত আশা
মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিতে চায়
অশ্রুদ্বেল ভাষা।
দিব না কখনো ভাগ্যের দোষ
জানাব না অভিমান
নিত্য বিমুখ সংসার তলে
কাঁদুক রুদ্ধ প্রাণ।
অশ্রু সজল পতিত ছন্দে
যে বেদনা গেঁথে আনি
সে নহে কেবল ব্যর্থ মনের
অন্তবিহীন গ্লানি,
সে মম মুক্তি যে মুক্তি লাগি
তপস্বী ফিরিয়াছে

সে মম মুক্তি যে মুক্তি বীর
মৃত্যুতে লভিয়াছে।
ভীরু প্রদীপের শিখা নিয়ে হাতে
পার হয়ে গৃহ কোণে
কভু ভাবি যাব অনাস্বাদিত
জীবন অন্বেষণে।
আলোর বছর দূর হতে আসা
নব সূর্যের জ্যোতি

BANGLADARSHAN.COM

মাটির প্রদীপে পরায়ে করিব

একটি সন্ধ্যারতি।

১৯৩৮

BANGLADARSHAN.COM

জন্মান্তর

প্রথম প্রভাত হতে বারে বারে ফিরে
এসেছি এ সমুদ্রের তীরে
নিয়েছি আপন হাতে ভার
জীবন মন্থর করে চিনিবারে রূপ আপনার
টুটেছে হৃদয় গ্রন্থি
ফুটেছে সে নিত্য জ্যোতির্ময়
অতল অদৃশ্য হতে প্রজ্ঞা অসংশয়।
তবু আজ প্রাণ হয় বোঝা
প্রতিদিন পূর্ণ করি তারে
সীমাহীন অজ্ঞানের গভীর রাত্রির অন্ধকারে।
কে আমি এসেছি কোথা
নিয়ে কোন অসঙ্গত আশা
নব জীবনের পানে উদ্ঘাত উন্মত্ত ভালোবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণের বঙ্কিম স্রোতে নৃত্যশীল গতি
অদৃশ্য অলক্ষ্যে তুলে বিস্মিত প্রণতি
কোথায় চলেছ নিয়ে
এ চলা কি ফিরে ফিরে আসা?
সোনার শৃঙ্খল পরে মূঢ়ের গভীর ভালোবাসা।
কেন চলা অবিরাম কেন এই দূরে দৃষ্টি হানা
সে দূর নিকটে যদি সে পথ একান্ত যদি জানা!
স্তব্ধ গুল্ম শাখা মাঝে নীরবে কাঁদিয়া মরে প্রাণ
এ কোন আবর্তে তার প্রতিদিন কাহারে সন্ধান?
আশা করে কোন পূর্ণতার
অনন্ত এ পরিক্রমা, চরণের গতি দুর্নিবার।
কে প্রিয় এ ধূসরিত দেহে
অপ্রতিম লাবণ্য যে নিয়ে আস নব নব স্নেহে।

সুন্দর নীলিমা তাই ভুবন সুন্দর
সুগন্ধে বিলীন তাই পুষ্পের অন্তর।

উদয় সাগর হতে আসে স্নাত উজ্জ্বল প্রভাত
অপূর্ব বেদনা আনে মৃত্যুময় অন্ধকার রাত।
অতৃপ্ত উদ্ধত প্রাণে এ মাধুরী
আনে না প্রত্যয়
জীবনের অর্থ খোঁজে শুধু মাত্র প্রেমসুধা নয়।
যে কাল পিছনে ছিল
সে কাল সমুখে ফিরে আসে
অবগুণ্ঠিত মুখে তারকাখচিত পট্টবাসে।
কে তারে ভূষণ দিল, দিল অলঙ্কার
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের বসন্ত বাহার?
স্পর্শহীন স্রোতে তার রূপহীন আবেগে অতুল
কে ফোটাল ফুল?

শূন্যের সমুদ্র হতে নিমেষে নিমেষে ধরে কায়া
বেলাহীন বেলা-তটে তরঙ্গের মৃত্যুময়ী মায়া
সে ঊর্মি জানে কি কেন তার
অনন্ত চেতনাময় ক্ষণিকের নৃত্য আপনার?
শুধু এক বৃন্তহীন ফুলের বাগান
মূলহারা শূন্যে স্পন্দমান।
তবু কে জাগালে মোরে
কে হরিলে অন্ধকার রাত
একটি মুহূর্তে ভরে অনন্তের চির সুখস্বাদ
কি তোমারে দেব প্রতিদিন
মরণে সার্থক করে চরণের গতি অন্তহীন!

১৯৪০

BANGLADARSHAN.COM

অভীপ্সা

প্রদোষের অন্ধকার থেকে
যে নৈবেদ্য প্রতিদিন তোমার অলক্ষ্যে গেছি রেখে
শীর্ণ অগ্নিশিলা
কম্পমান হাতে জ্বালা ধূম্রলীন শিখা।
বসন্ত সন্ধ্যায় আর আষাঢ়ের জলসিক্ত রাতে
উন্মোথিত চিত্তভার প্রত্যহের তুচ্ছ বেদনাতে
অশ্রুতে বিম্বিত হওয়া প্রতিচ্ছবি তব
করেছিল এই ত্রিভুবন অভিনব।
সে মরু তৃষিত পথে কি ছিল জীবনে
যদি জলদর্চিত প্রত্যুষ পবনে
বেদনা তরঙ্গ হয়ে পার
সুদূর দিগন্তে নাহি উদ্ভাসিত ঐশ্বর্য তোমার।

BANGLADARSHAN.COM

যে তোমার অভীপ্সায় আবর্তিত সব দুঃখ সুখ
কাছে তবু বহু দূরে, উদাসীন তবুও উন্মুখ।
তীব্র তীক্ষ্ণ স্পর্শ ক্ষুরধার
মাটির মূর্তিতে করে জীবন সঞ্চার।
সেদিন প্রথম লাগে ভালো
সপ্তপর্ণ কিশলয়ে প্রত্যুষের আলো।
অতন্দ্রিত রাত্রিভরে, আকাশের জ্যোতিষ্ক বিন্দুতে
ফুলে ঘাসে এ বিশ্বের ঐশ্বর্য সিন্ধুতে।
এসেছে জোয়ার
এ দুরন্ত আকর্ষণে স্পর্শনে তোমার,
চৈতন্য মন্থিত করে অমৃত সম্ভবে
জেনেছি এ অস্তিত্বের পূনর্জন্ম হবে।

তখন ভেবেছি মনে প্রসাদ ফিরিয়া নাহি চাব
অদৃশ্য মন্দিরে তব অমলিন অঞ্জলি পাঠাব।
যদি সেই বরমাল্যে ম্লান আজ দেখো কোন ফুল
সে আমারি দৈন্য জানি কাঁদায় যে আশা অপ্রতুল।

তবু তুমি ফিরে চাও, ফিরায়ো না মুখ
অতল বিরহে মোর, উদ্যত উন্মুখ
কেন কাঁদে ক্ষুধা
বনপুষ্প রন্ধ্রচারী, পতঙ্গের মত খুঁজে সুধা,
কেন দৃষ্টি খোঁজে মরীচিকা
যে অলব্ধ সরে যায়,
ফেলে তার মায়া যবনিকা–
স্বপ্নছবি এঁকে আকাঙ্ক্ষার
যৌবন বিশীর্ণ মম, বহে সেই সীমাহীন ভার।

বিনিদ্র রজনী কেন, কি অনুসন্ধানি,
অজ্ঞাত উদ্যান খুঁজে প্রত্যাশার পুষ্প তুলে আনি।
কেন ভ্রান্ত আশা
আকণ্ঠ তৃষিত করে কাঁদে এ পিপাসা?
তবু তুমি ফিরায়ো না মুখ
প্রসন্ন কটাক্ষপাতে শ্রীহীন এ বাসনা উন্মুখ
পাক তার অপ্রাপ্য সম্মান
উন্মুক্ত প্রকাশে হোক এ চরম পূজা অবসান।

এ শুধু আনন্দ নহে, নহে শুধু সপ্রশংস নতি
বীরের এ অর্ঘ্য নয়, শুধু চিত্ত রতি,
সমস্ত জীবন মম, নিয়ে তার ক্ষয়ক্ষতি সব,
তোমার বিগ্রহ তলে পরিপূর্ণ জীবন উৎসব
মিথ্যা হোক গর্ব অহঙ্কার
এ পুষ্প বিশীর্ণ কান্তি, পরাজিত গৌরব তাহার,
উৎসর্জিত লজ্জা ভয়, প্রতিহত আশা–
তবুও পাঠাব মোর বাসনা নিমগ্ন ভালোবাসা।

১৯৩৯

BANGLADARSHAN.COM

পুরানো ও নতুন কবিতা

একদিন কবিতার পাখা ছিল,
রঙিন কত কী তাতে আঁকা ছিল
উড়িত সে আকাশে
কখনো মদির হত বিলাসে
কভু উত্তাল বন্ধনহীন বেগে
জীবন মথিত ডানার ঝাপট লেগে।
চোখে যা দেখিনি, কানে যা শুনিনি কথা,
হৃদয়ে অতল স্তব্ধ যে নীরবতা
অমাবস্যার রাতের মতন কালো
বাণীহীন মনে শূন্যতা যা ঘনালো
তার মাঝে সে যে সহসা দিয়েছে ডুব
মানব মনের সেই কথা-হারা রূপ
স্পর্শে তাহার হঠাৎ গিয়েছে খুলে
ডুবুরীর মত মুক্তা এনেছে তুলে।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুর পথে ধুলো তুলে চলে
দীর্ঘ পথের যাত্রী
সহসা যখন ঘনায়ে এসেছে রাত্রি,
অন্তবিহীন দুঃখের ঘায়ে
ভোলে জীবনের তত্ত্ব
পথহারা মনে এক হয়ে যায়
সকল সত্যাসত্য।
সে যেন তখন বিদ্যুৎ শিখা
উদ্ভাসি চারিদিক,
ভিন্ন করিয়া অন্তরীক্ষ
চেয়েছে নির্নিমিখ,
বিমূঢ় পথের পথিকের চোখে চোখে।
স্বর্গীয় সে আলোকে

কত মানুষের আলোকিত হল বর্ত্ম
আভাসে দেখালে সন্ধানহীন তত্ত্ব।

সেই একদিন কবিতা যখন যেত উড়ে
ছন্দের নাচে সুরে সুরে
উত্তাল হয়ে মর্ত্যে পাতালে মেলে ডানা
অন্তরীক্ষ মন্থন করে স্বর্গের দ্বারে দিত হানা।
যায় না তাহার পেলব কান্তি হাতে ছোঁয়া
কত মানুষের অশ্রু গলান প্রেমে ধোয়া
তখন তাহার অন্তর্লীন, জ্যোৎস্না বিলীন সৌরভে
মানব মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঙ্গীত বাজে গৌরবে।
ঊর্ধ্বমুখিন যে আত্মা কাঁদে ক্ষুধাতে
মুহুর্মুহু সে ভরে তার তৃষা সুধাতে
স্বর্গ-মর্ত্যব্যাপিনী পক্ষ বিস্তারি
শৃঙ্খল ভেঙে প্রত্যহ দিল নিস্তারি
কত আবদ্ধ অন্তর্গূঢ় বাণীকে
ভস্মে লুকান মানিকে।

BANGLADARSHAN.COM

একদিন কবিতা যখন জ্বলিত
লাবণ্যভরা সে শুধু ছিল না ললিত
প্রমত্ত মনে দাহ করে অর্গল
আকাশ বিহারী উল্কা শরীরে
জ্বেলেছে সে দাবানল।
সর্বনাশা সে অগ্নির তেজে
ভুলায়ে দিগ্বিদিক
কত মানুষের হৃদয়ে জাগাল ব্রাহ্মণ সাগ্নিক
সে আগুন নয় কৃষ্ণবর্ত্ম,
সপ্তরঙ্গের যজ্ঞ,
কত প্রাণ সেথা আহুতি দিয়েছ অঙ্গ।
কায়াহীন যেন চেতনা জ্যোতির্ময়
আকাশ লগ্ন শিখার মতন রয়।

আজ সে শিখার পুড়ে গেল নাকি সলিতা?
নিবে গেল দীপ?
রূপহীন হল ললিতা?
যে পাখা দুলিত দুঃখ সুখের ঝাপটে
ক্ষুদ্রতা যত প্রাণ-দীপ্তির দাপটে
লুপ্ত হয়েছে, উড়ায়েছে নিঃশর্তে,
উল্লাস ভরা আবর্তে
ঘুরে ঘুরে উঠে জীবনের কত ধারা
দিগদিগন্তে ছুটায়েছে দিশাহারা
আকাশচারী সে পক্ষ আজিকে বিকলে
মাটিতে পড়িয়া আবদ্ধ হল শিকলে।

প্রত্যহ যাহা উড়িতে চাহিত গগনে
জ্যোৎস্নাধৌত লগনে–
আজ তা নিয়েছে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা
ছিন্ন কন্থা জড়ায়ে মাগিবে ভিক্ষা।
অন্ন বস্ত্র হাহাকার করা এ ক্ষুধা
বসুহীন ম্লান বসুধা
সঙ্গীতে তার ঢেলে দেবে শত আর্তনাদ
মুমূর্ষু এই আত্মার মুখে
কখনো দেবে না সুধার স্বাদ।
কে চাহে অমৃত?
অন্ন জোটে না!
মারি ছায়া ফেলে সুদুঃসহ
হবিহীন হলে শূন্য বাতাসে
কেমনে জ্বলিবে হব্যবহ?
স্বর্গ-মর্তব্যাপিনী পক্ষপুটে
সে আজিকে তাই অন্ন তুলিছে খুঁটে
লুব্ধ মতের, শত তর্কের ধার
ছিন্ন করিছে সে পক্ষ বার বার

BANGLADARSHAN.COM

নিবেছে আগুন ধূম্ররুদ্ধ বাস
যজ্ঞভূমিতে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।

১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

তাণ্ডব

যুদ্ধের হুঙ্কার বেজেছিল
মাটে ঘাটে বনে
আজ তারি ধ্বনি শুনি মানুষের মনে।
তর্কে তর্কে সমাচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তার জটাজাল
তারি মাঝে নিরন্নের ক্ষুধিত কঙ্কাল
ফেরে পথ খুঁজে।
প্রান্তরের শুকানো সবুজে।
ক্ষুধা তার দেহে মনে
ক্ষুধা তার জীবনে যৌবনে
ক্ষুধা তার সর্বগ্রাসী কল্পনার বেগে,
অকস্মাৎ জেগে ওঠে
আতঙ্কিত হয়ে প্রাণ বেগে।
যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা গুণী, সর্ব বাধা জিতে
বার বার আসে পৃথিবীতে
তাঁহাদের পদধ্বনি, তাঁহাদের চিন্তার রঙিমা
অগণিত সামান্যের রাঙায়েছে জীবনের সীমা।
তাঁদের বচনে প্রাণ, তাঁদের চলনে শক্তি লভি
তাঁদের আলোকে দেখি আপনার জীবনের ছবি।
জ্যোৎস্নাধৌত তৃণগুল্ম সম
পূর্ণিমায় ধোয়া হল আজন্ম হৃদয় প্রান্ত মম।
তখন দেখিনি চেয়ে চিত্তের গভীরে আছে ক্ষুধা
তারি দৈন্যে ধীরে ধীরে দীন আজ হয়েছে বসুধা
এ ক্ষুধা অন্নের নহে, এ বুভুক্ষা শুধু দেহে নয়
আত্মার এ ক্ষুধা ফেরে বঞ্চিত মানব চিত্তময়।
মানুষ যে মানুষ হইনি
তাই বিধাতার কাছে প্রত্যেক মানুষ আছি ঋণী।
কবে সেই পূর্ণ হবে দেনা
অমর্ত্য বর্তিকা জ্বেলে মানুষের মুখ যাবে চেনা

BANGLADARSHAN.COM

কে ক্ষুধিত কাঁদে অন্নহারা
কে আছে লাঞ্ছিত ফেলে দীর্ঘশ্বাস
কে তুমি তাদের হয়ে তর্কাচ্ছন্ন করেছ আকাশ
কী অমৃত ঢেলে দেবে তোমাদের বাক্যসুধাহারা
প্রাণ যাতে পাবে প্রাণহারা?
কূটতর্কে শান দেওয়া স্বর
অসমাপ্ত বিকৃত মুখর
আকাশ গলান সুর
বাতাসের রন্ধ্রগুলি ভরে
পূর্ণিমার ডাক দেওয়া প্রাণের জোয়ারে
স্পর্শ তো করে না আর চেতনার সীমা
উদ্গাত উদ্ভিন্ন আশা
আলোকিত আত্মার মহিমা।
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ
বিপর্যস্ত চিন্তার কারায়
চিত্তের অমৃত বর্তি প্রেম যে হারায়।
যে পথ দেখাতে চাও
সে পথ যে বাঁকা চোরা গলি
পরিশ্রান্ত দেহে মনে সাহস হয় না সেথা চলি।
খিন্ন আশা, বিশীর্ণ ক্লান্তিতে
কোথা সুর কোথা প্রেম হৃদয়ের ভাণ্ড ভরে নিতে?
কোথা সেই অবসর, স্বর্গের আহ্বান
যেখানে ক্ষুধিত পায় সুধার সন্ধান?
অসম্পূর্ণ মানবের চির অতৃপ্তির
শেষ হবে, দীপমুখে ভাস্বর দীপ্তির
চির প্রেম নিয়ে আসে শাশ্বত আস্বাদ
মানুষ হবার মেটে সাধ
সে পথ পাইনি আজও
দেহ তাই প্রাণহীন শব
তারি পরে নৃত্য করে চিন্তার তাণ্ডব।
১৯৪৬

BANGLADARSHAN.COM

বহ্নিমুখ

স্বপ্ন হয়ে এল ম্লান
ভুলে গেছি প্রেম কাকে বলে
জীবনের রাজপথে আজ যারা দলে দলে চলে
যৌবনের তরঙ্গিত রূপ তারা নহে
স্বেদ কম্প উন্মোথিত উন্মনা বিরহে।
তারা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত জীবনের জড়ত্বের দায়
অসীম বুভুক্ষা নিয়ে দাঁড়ায়েছে হৃদয় সীমায়।
দিনে দিনে ক্ষোভ হল জমা
খিন্ন ম্লান দৃষ্টির সুষমা
ব্যর্থ হল আকাশের অসীম আহ্বান
পরাজিত ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রমাণ।

মৃত্তিকার রসপায়ী অঙ্কুরের যে ঊর্ধ্বে উত্থান
আলোকের আলিঙ্গনে প্রত্যহ আনন্দ সুধা পান
প্রাণদায়ী সে মৃত্তিকা ধরিয়াছে প্রাণঘাতীরূপ
কঙ্করের চাপে নিঃস্ব কুসুমের সুগন্ধ স্বরূপ
কায়া হয়ে ওঠে বড় ঢাকা পড়ে অ-কায়ের ছবি
অব্রণ অশির শুদ্ধা হয়ে গেল
প্রচণ্ডা দানবী।
দাবি তার বহু মুখে ছোট বড় কাজে
ফেলেছে বিরাট জাল যুধ্যমান মানব সমাজে।
আকাঙ্ক্ষার লোলশিখা জ্বালাময়ী ক্ষুধা
প্রত্যহ আহুতি দেয় সর্বগ্রাসী বিশীর্ণ বসুধা।
চাই চাই বলে দেহ মন বলে কিছুই পাব না
প্রত্যহের দাবি জীর্ণ জটিল ভাবনা

পাথরের মত জমে, শীর্ণ করে
স্রোতস্বিনী-ধারা
পেলব চৈতন্য কান্তি তাপে তপ্ত নিত্য দিশাহারা।
কাঁদে প্রেম একাকিনী,

BANGLADARSHAN.COM

গোপনে নিভৃতে
আজ সে বিষণ্ণা ভীরু
শক্তি নাই নিতে বিশ্ব জিতে।
নিরন্নের ছিন্নকন্থা ঢেকেছে যে ঐশ্বর্যের জ্যোতি
বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার সদগতি।
অবিরত আকাঙ্ক্ষার জমা করা গ্লানি
স্বর্গের সম্ভার ফেলে ভিক্ষা চেয়ে ফিরিছে ইন্দ্রাণী।

কি দিব তোমারে ভিক্ষা হে আমার সত্তা জ্যোতির্ময়
অপাবৃণু অন্ধকার, চির অসংশয়
জড়ের প্রস্তর দীর্ণ রন্ধ্রচারী আলো
ধুম্রলীন এ প্রদীপে একবার শিখা তারি জ্বালো
বহ্নিমুখ ঊর্ধ্বগতি সে আলোক ক্রমে
চলে যাক ইন্দুরূপা জ্যোতিষ্ক সঙ্গমে।

১৯৪৭

BANGLADARSHAN.COM

পরাজিত

যাহারে বসেছে ধ্যানে চিনেছে জগৎকে
দেখায়েছে নব পথকে
যাঁরা জানে মানুষের অকৃপণ আশা
কেন কাঁদে প্রেম, কেন আছে ভালোবাসা
কেন জ্ঞানে দিয়েছে সে চিত্ত অনন্য
এ আর্তি কেন তার অজানার জন্য
তারা বারবার এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে
বলেছে আপনি খুঁজে দেখো আপনারে
দেহের ভিতর দেখো চির দেহাতীতকে
প্রাণে পাও আপনার চির প্রাণজিৎকে
দেখো আপনার যোগ এ নিখিল বিশ্বে
মানুষে মানুষে আর অতীতে ভবিষ্যে
আপনার ছোট বড় আত্মগত সীমা
মুক্ত কর দেখো তব মানব মহিমা।
নিত্য মানবের সাথে চির যুক্ত সত্তা
হননের বৃত্তি তাই তব আত্মহত্যা।
যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা ধ্যানী মানব মহৎ
বার বার তাঁরা এসে দেখায়েছে পথ
শুনেছি তাঁদের বাণী দিয়েছিও ভক্তি
বলেছি, হে গুরু লহ প্রেম অনুরক্তি
তবুও গোপনে রেখে শততিক্ত ক্ষোভ
শানায়েছে তীক্ষ্ণ ছুরি স্বার্থগত লোভ
ছোট যাহা তারে দিয়ে বড় বড় নাম
বাড়ায়েছি আপনার দাম–
শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি, ধর্ষিতা যে নারী
ভ্রাতৃরক্ত কলুষিত হীন তরবারি
মুমূর্ষুর মৃত্যু আর্ত প্রাণ
আজ তাঁহাদের করে চির অসম্মান।

BANGLADARSHAN.COM

ভীরুর হৃদয়ে যাঁরা জাগায়েছে বীরকে
তুলেছিল পতিতের অবনত শিরকে
তপস্যার কান্তি দিয়ে পাপ করে দীর্ণ
মানুষের পশুদেহে দেব অবতীর্ণ
নিহতের মূক কণ্ঠ কয়
তাঁহাদের আজ পরাজয়
কপট ছুরিতে আজ বীরের বঞ্চনা
লাঞ্ছিত নারীর দেহে তাঁদেরই লাঞ্ছনা

১৯৪৭

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্ণনাভ

যে মনে উদাস হল অনন্ত
যে মনে হেসেছে কত বসন্ত
যে মনে বর্ষাধারা বয়েছে
যে মনে জ্যোৎস্না চেয়ে রয়েছে
যে মন দুঃখ সুখের লীলাতে
চেয়েছে জীবনধ্বনি মিলাতে।
চেয়েছে অকস্মাৎ বারে বার
আপন সীমা রেখা হতে পার
যে মনে ক্রন্দসী বন্ধনে
জড়াল জীবনের ক্রন্দনে
সমুদ্র চঞ্চল চেতনায়
ঝঙ্কৃত অস্ফুট বেদনায়।
যে মনে বিম্বিত গ্রহ তারা
ভাবনা উন্মনা দিশাহারা
যে মন দেখেছে কত অ-দেখা
অ-ছোঁয়া অ-ধরা ভাব অ-লেখা
দেখেছে উদ্গাত পল্লবে
আপন হৃদয়ের বল্লভে।
বিশ্বের অজানা এ বিস্ময়
যে মনে প্রত্যহ ছুঁয়ে রয়
সে মন হারায়ে গেছে পথ তার
পার হতে ক্ষুদ্র এ সংসার।
ছোট খাত কত গলি ঘুঁজিতে
সে আজ রয়েছে কারে খুঁজিতে
যে রাগিণী পুরে ওঠে এ জীবন
ঝরেছিল ভরে এই ত্রিভুবন
সে রাগিণী ভুলে গেছে সুর তার
পদে পদে প্রতিহত ঝঙ্কার

BANGLADARSHAN.COM

খণ্ডিত হয়ে গেল ললিতা
যে শিখা জ্বলিবে তার সলিতা
ধূম্র-বিলীন হল ছায়াতে,
প্রত্যহ তুচ্ছের মায়াতে।
যে সত্য মর্মের গভীরে
এঁকেছিল স্বপ্নের ছবিরে
সে ছবি পড়িয়া গেল ঢাকা হায়
অযোগ্য কত শত ঘটনায়
যে সুরটি স্পন্দিত আয়ুতে
স্বর্গ ও মর্ত্যের বায়ুতে
সেই সুর একতারা বাজিয়ে
ফিরিছে ভিক্ষা ঝুলি সাজিয়ে
দুলিছে ক্ষুদ্র টানা-পড়েনে
ঊর্ণনাভের মত দোলনে।

১৯৪৭

BANGLADARSHAN.COM

যুদ্ধোত্তর

শ্রীহীন এ জীবনের বিনষ্ট ভূমিকা
ব্যাপ্ত হল মৃত বিশ্বময়।
শুধু অন্ন আর কিছু নয়।
শুধু প্রাণ ধরে রাখা নির্জীব জীবনে
কলঙ্কিত শূন্য দেহে মনে।
যে প্রাণ চেষ্টায়
জেগেছিল সরীসৃপ একদিন এই মৃত্তিকায়
স্থূল চর্ম, জিহ্বা লোল গ্রীবার উদগ্রীব
অরণ্য মন্থন করে দীর্ঘকায় জীব
খুঁজে ফেরে খাদ্য তার। ভাষাহারা প্রাণ
অব্যক্ত নিষ্ঠুর ধ্বনি শুধু স্পন্দমান।
উন্মোথিত দেহ ব্যাপ্ত ক্ষুধা
তারই রসে জীর্ণ করে রসময়ী তরুণী বসুধা
জন্মেছে আদিম জীব।
সর্পিণীর সে সান্নিধ্য ভার
সৃষ্টির কুটিল নক্রে মূঢ়তার শত অত্যাচার
সয়েছে মেদিনী।
জেনেছে সে তমিস্রা ছেদিনী
আশ্চর্য নক্ষত্র-লোক একদিন আবির্ভাব হবে
মনোময় চেতন উৎসবে।
প্রেমের গোলাপে দিয়ে দোল
পাখি তাই ডেকেছিল ডালে
আকাশের রঙ-ছবি সন্ধ্যায় সকালে
কত লক্ষ যুগ ধরে প্রতীক্ষায় তার
অহল্যা মাটিতে এল শস্যের জোয়ার–
স্নায়ু শিরা ধমনীতে দীপ্তি উদ্ভাসন
প্রজ্ঞাময় মানুষের মন
সূর্য চন্দ্র আবর্তিত নির্দিষ্ট এ পথে

BANGLADARSHAN.COM

দেখা দেবে একদিন জড়ের জগতে।
শুধু আর অন্ন হয়, শুধু নয় দেহমগ্ন ক্ষুধা
অনিন্দ্য এ সম্ভাবনা আশা হয়ে ভরেছে বসুধা।
সৃষ্টির যে সুগন্ধ নিঃশ্বাস
আলো হয়ে, রাত্রি হয়ে কভু হয়ে বসন্ত বাতাস
উদ্ভিন্ন করিবে সেই মন
স্বর্গজয়ী চৈতন্যের অতুল্য ভুবন।

তপশ্চারী সে মানুষ শীর্ণ করে কায়
পৃথিবীর তপস্যাকে নিয়েছে আপন তপস্যায়।
জ্বলেছে সে প্রদীপ্ত হৃদয়ে
ব্রতচারী অগ্নিসন্ধ হয়ে।
ভেঙে দেহ শৃঙ্খল বন্ধন
অন্তরের উৎস মুখে উৎসারিত আত্মার ক্রন্দন
কিসের সাধনা তার কী তাহার অশেষ জিজ্ঞাসা
কেন মূক ত্রিভুবন তাহার চৈতন্যে পেল ভাষা,
কেন তার সর্ব ত্যাগ, কেন তার বীরত্বের জয়
কেন তার প্রেম স্পর্শ স্পন্দিত হতেছে বিশ্বময়?
বিজয়ী পৌরুষ তার কিণাঙ্কিত বাহু
লোভে ক্ষোভে গ্রাস করে রাহু
সপ্রশ্ন হৃদয়ে ফেরে পায় না উত্তর
বিশ্বের হৃদয়োত্থিত বিশ্বানুভূ নর।
সে জানে এখনই তার এখানে কখনো নহে শেষ
দীর্ঘদূর পরিক্রমা পথ যার আজও নিরুদ্দেশ

BANGLADARSHAN.COM

পঁচিশে বৈশাখ

তোমারে কি কথা দিয়ে স্পর্শ করা যায়
তোমারে ধারণ করি জীবনের নিভৃত সীমায়
যেখানে চিন্তার আলো তব
সূর্যালোক সম গড়ে প্রাণ নব নব
নব শক্তি নব অনুরাগ
আনন্দ ছন্দিত মন্ত্রে ধরিত্রীর ললিত সোহাগ
সাগরের গভীরে ও পর্বতের উচ্চ ঊর্ধ্ব লোকে
প্রান্তরের মহিমায় বনানীর শ্যামল পুলকে
ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া স্নেহে সুখে গড়া
যে আকাঙ্ক্ষা প্রত্যহের আলো ছায়া ভরা
কাঁপে শঙ্কান্বিত
মানুষের জীবনের উত্তাপে তাপিত
তুলে তার সহস্র অঙ্কুর।
মূঢ় আর্ত চিত্ত হতে অনির্দিষ্ট সুর
তারে তুমি কি দিলে রাগিণী
অচেনা যা মনে হল চিনি
অশ্রুত যা কানে তাহা বাজে
নয়নে কি জ্যোৎস্না ধোয়া লাবণ্য বিরাজে
হে কবি, তোমার স্পর্শ তোমার অস্তিত্ব
প্রাণকেন্দ্রে হয়ে উদ্ভাসিত
সুখ স্বপ্নছায়া ভরে, চোখে পুষ্প পেলব সুষমা
শান্ত ক্ষোভ পরিপূর্ণ ক্ষমা
পরাভূত পেয়েছ সম্মান
হে স্বর্গীয় তোমার আহ্বান
কোন দিব্যলোক হতে চৈতন্যের কেন্দ্রে লাগে এসে
এ লাঞ্ছিত দেশে
যাহা কিছু পথভ্রষ্ট অসার্থক দীন
অপমানে পরিক্লান্ত বিশীর্ণ মলিন

BANGLADARSHAN.COM

তারে তুমি বীর্য দিলে, কণ্ঠে দিলে বিদ্রোহীর ভাষা
মুমূর্ষুর জীবনের আশা
হে নর, হে নরোত্তম, দেবাদর্শে গড়া
তোমার উদয়ালোকে উদ্ভাসিত ধরা
ঊর্ধ্বে যবে চেয়েছিল সুপ্রসন্ন সুখে
পরিপূর্ণ মানবের চিহ্ন ধরে বুকে
পথপ্রান্তে বসে যারা দেখেছে সে জ্যোতি
সে গানে মুখর যার জীবন আরতি
তাহাদের প্রাণে গেছে মিশে
পঁচিশে বৈশাখ আর শ্রাবণ বাইশে
সময়ের স্রোত হতে বৎসরে বৎসরে
সে অখণ্ড অতীত কি গতি স্তব্ধ করে
স্পর্শ করে প্রেম অন্তর্লীন
নেবে পূজা নেবে এই আনন্দ রঙিন।

১৯৫০

BANGLADARSHAN.COM

ভাষা

নীল চক্ষু মানুষের কণ্ঠে
ধূমপ্লাবিত সরস্বতীর কলধ্বনিতে
দেবী বাক্ মন্ত্র সম্ভবা
জ্যোতিষ্কের সভা থেকে চ্যুত
আকাশ-গঙ্গার মত
অলক্ষ্য অবিরত। ধারা তার
বয়ে নিয়ে আশ্চর্য সম্ভার
হৃদয়ের রন্ধ্রচারী গোপন ভ্রমণে
মনে মনে নিতান্ত অহেতু
বেঁধে চলে সেতু।

এতে কি রহস্য নেই?
যে নদী, সেতু সেই
যে প্রবাহিত প্রত্যহ অজ্ঞাত পথে
সময়ের অদৃশ্য জগতে
সেই নদী বার্তাবহ
ঊর্ধ্বোত্থিত চিত্তমুখে সংবেগে দুঃসহ
পাথরে ভঙ্গুর পথে ফেনায়িত গতি
নদী সরস্বতী।

যে মন মাটিতে চাপা বোবা ভাবনায়
যে আত্মার মূঢ়ধ্বনি
জন্তুর কান্নায়
ক্রমে ক্রমে সেই আর্তনাদে
ভরেছে সে আশ্চর্য সংবাদে
গড়েছে সে মানুষের মন
দেহহীন ছায়াহীন সুরের ভুবন।
সে সরস যদি ফল্গু হয়
অহল্যা মরুতে কাঁদে
মানুষের ব্যর্থ পরিচয়।

BANGLADARSHAN.COM

যে কথা শোনাতে চাই যুগ যুগান্তর
মাটিতে পাথরে লেখা বোবা কণ্ঠস্বর
যে আমার স্পর্শহারা আশা
তোমার হৃদয়ে দেবে ভাষা
অখণ্ড অনন্ত ধ্বনি তারি
স্বর্গচ্যুত জহ্নুকন্যা শুভ্র প্রজ্ঞাবারি
চিন্তার আর্বতে দিয়ে পাক
মন্ত্রোদ্ভবা স্রোতস্বিনী বাক্
ভেদ করে কত কাঁদা হাসা
ঠেলে বাধা
চলে দূরান্তরে
মানুষের অন্তরে অন্তরে
মানিকে খচিত কথা বলা
সুন্দরী প্রবলা।

BANGLADARSHAN.COM

ঋষিকে দিয়েছে জ্ঞান
দৃষ্টি অন্তর্মুখী
প্রিয়কে করেছে সুখী
ইন্দ্রজাল বিছান ভাষায়
কান্নাকে করেছে গান
কত শোক ভরেছে আশায়
বঞ্চনার ছুরি বেঁধা রক্তস্রোতে পশি
কামনাকে করেছে ঊর্বশী
কত রূপে রূপে গাঁথা
নানা রঙ্গা স্রোতে
মানুষের মুখর জগতে
শব্দে আর অর্থে মিলে লীলা
মন্ত্রময়ী হে অদৃশ্য ইলা
ধরা দাও ভাষার বন্ধনে
যুগ যুগ পার হয়ে
নিঃশব্দ চরণে।

সজ্জিত নূতন আভরণে
তোমার প্রবহমান অখণ্ড স্বরূপ
গড়ে তোলে মানুষের সর্বগামী রূপ

জীবন প্রত্যুষে তার বোবা চিত্তে পশি
স্পন্দিত ক্রন্দসী।
সে ক্রন্দন আজো নেমে আসে
শব্দময় ছড়ানো আকাশে।
নূতন বসন পরা নবীন ভঙ্গিমা
অর্থের বন্ধনে বাঁধা ছোট ছোট সীমা
কত যুগ হয়ে এসে পার
ধ্যানময় মনোলোক তোমার আমার
ভরে তোলে প্রাণের নিঃশ্বাস
অন্তর্গূঢ় স্তব্ধ ইতিহাস–
উদ্ভীন্ন বীজের মত অচৈতন্য অন্ধকার হতে
ডেকে আনো ভাবের জগতে
জ্বেলে দাও দীপ শত শত
তারাময় আকাশের মত
মনের মিছিল নিয়ে
অখণ্ড অছিন্ন প্রজ্ঞামতী
মন্ত্রোদ্ভবা দেবী বাক্
বেগময়ী দেবী সরস্বতী।

১৯৫০

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতি

প্রেমের কবিতা পড়ি নির্জনে
প্রেম কি তা মনেও পড়ে না
চৈত্রের হাওয়া লাগা ফুল বনে
জ্যোৎস্না গলান সুখ ঝরে না।

জানি না বেপথুমতী হর্ষে
রোমাঞ্চে কাঁপে কার দেহ মন
অলক্ষ্য চুম্বক স্পর্শে
মন্থিত হয় কেন যৌবন।

জানি না অমরাবতী কোথা হায়
অমর্ত্য সুধা নিয়ে পাত্রে
পথহারা মানুষেরে নিয়ে যায়
তারা-খচা স্বর্গের রাত্রে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার এ চারিদিক ঘিরে যে
ছোট বড় কালো কালো চিহ্ন
চাওয়া-পাওয়া পাক দিয়ে ফিরে যে
স্বপন মাধুরী করে ছিন্ন।

কত আশা নিরাশার আঁধারে
ছায়াময় জীবনের প্রান্তে
কোথায় কি সুখে আছি বাঁধারে
আজও তা পারি নি ভালো জানতে

তবু সেই গূঢ় নীল অতলে
যেমন কয়লা গাঁথা খনি
স্মৃতির হীরার আলো জ্বলে
গোপনে লুকানো কোনো মণি।
ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেলে
কূপ যেথা অন্ধকারে ঘন

ছোট ছোট স্মৃতি দীপ জ্বেলে
আছে সাদা পাথর ছড়ান।

১৯৪৭

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম প্রৈতি

বিকৃত নগরী জনতার চাপে
কখনো বা পাপের প্রতাপে
ক্ষুধার্তের আর্তনাদে
মৃত্যুময় ফাঁদে, জড়িয়ে আছে
কেন এরা বাঁচে
অলিতে গলিতে
ক্লেদে মগ্ন, ভগ্ন নিরন্ন অঙ্কে
মৃত্যু পঙ্কে
নূতন শিশু আসে?
তারা-হাসে
কখনো বা কান্নার কল্লোলে
ঢেউ তোলে।
তারা তো জানে না
উঁচিয়ে আছে সঙ্গিন
বাজছে দামামা
ঐ যে কত রঙিন
চাওয়ার হাওয়ায় মাতাল
লোভের পাতাল
ওরই বিকৃত বিবৃত গ্রাসে
পুরে নিতে আসে
হাসি কান্না গান
তবু প্রাণ
পঙ্ক বদ্ধ মৃণালের বুকে
কি কৌতুকে
চেয়ে চেয়ে দেখে
বলে এ কে? সে কে?
ও কেন? সে কেন?
আমাকে কি চেন?

BANGLADARSHAN.COM

কেন আছি?
তপ্ত গ্রীষ্মের দীর্ঘশ্বাসে
শুকনো বাতাসে কেন বাঁচি?

চির প্রশ্ন কাঁদে জীবনের খিন্ন ভূমিকায়–
করে হায় হায়
ক্লিষ্ট আয়ু
যেমন ঘূর্ণি বায়ু
ছিন্ন করে আনে
বৃক্ষে গাঁথা, পুষ্প পাতা
তেমনি ছেঁড়া জীবনের ফাঁদে
শত প্রশ্নে কাঁদে
অস্তিত্বের বাণী
কি চাই, কি জানি?
চেয়ে দেখি বারে বারে
ধূম্রলীন গলির আঁধারে–
ছাতের আলসে পরানো
ভাঙা আকাশের গায়ে
স্বর্গের আসনে আরূঢ়া
রক্ত কৃষ্ণচূড়া–
সে বলে এদিকে ফিরে চাও
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যাও
সে বলে এ চির শর্তে
অস্তিত্বের খেলার আবর্তে
হাসে তারা, জ্বলিছে সবিতা
তোমার প্রাণের স্পন্দে
লিখে নিতে একটি কবিতা।

১৯৫০

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ

একদিন ভেবেছিলাম মানুষকে জানব
মানুষের শত্রুকে হানব,
মানুষের কাছে আসব
তালে ভালোবাসব।
এ সংকল্প নূতন নয় তা জানি
এই তো এ যুগের বাণী
যুগের এই সত্যে
সত্য হব গভীর আনুগত্যে,
কিন্তু হায়,
যতই দিন যায়
দেখি যতই চাই না
মানুষকে তো পাই না
পথচারী জনতার এই ঢেউ
আমার তারা কখনই নয় কেউ
দেখতে পাই না চির মানব মনকে
দেখি শুধু আত্মীয় স্বজনকে,
মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ নিচয়ে
শত ভগ্ন হয়ে
বেদনার বুদবুদের মত
মনে মনে শত শত
শিথিল গ্রন্থিতে
বাঁধে আর খোলে আচম্বিতে।

যে পাবক মেলে দিয়ে বহ্নিমান শাখা
যেতে পারে জ্যোতির্লোকে
ক্ষণে ক্ষণে হয়ে নীহারিকা
অন্তর্গূঢ় সেই দিব্যদাহ
সম্পর্কের আবর্তনে বিচ্যুত প্রবাহ
নেমে আসে মুহুর্মুহু

BANGLADARSHAN.COM

ভবানীপুরের এই প্রথম গলিতে
বান্ধবের কানে কানে গোপনে বলিতে
কত নিন্দা বিষমুখ
কত তীক্ষ্ণ বেদনা অঙ্কুর
বিপন্ন যে ভালোবাসা
যে ঈর্ষা নিষ্ঠুর
মনে দেয় যন্ত্রণার পাক
তার জন্য আছে ঐ বাঁধানো রোয়াক
যেখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে
মাথার তৈলাক্ত ছাপ
নিশ্চিন্তে লাগিয়ে
বসে আছে কৌতুহলী সখী
কানে কানে শোনে আর
মনে মনে ভাবিছে কত কি
ভাবনায় মিশে যায় কটু তিক্ত কষা কত স্বাদ
সমব্যথা হয় নাতো একেবারে শুভ্র শূন্য খাদ।

BANGLADARSHAN.COM

খিড়কির দ্বার খুলে নামি তাই আশ্চর্য জগতে
মুক্ত চিন্তা মুক্ত মনোরথে
যেখানে মিছিল চলে,
নেতা জ্বালে মশালের আলো
সেখানেও মাঝে মাঝে,
ছায়া কালো-কালো
ক্ষয়ে যাওয়া রাজপথে
ছদ্মবেশে লুকানো গহ্বরে
আত্মার মারণ মন্ত্র পড়ে।
কখনো গৈরিক বেশ
কখনো বা পৈতায় পেঁচানো
ফন্দির বঙ্কিম অস্ত্রে
শক্তিশেল হানো।
তবুও মিছিল চলে

কভু ধীরে কভু ঊর্ধ্বশ্বাস
মানুষের ডাকে তার
এখনো হয়নি অবিশ্বাস
শহুরে গলিতে যেন ঊষার প্রথম অভ্যুদয়
দ্বিধায় কম্পিত আর হারানো প্রত্যয়
ইটের দেওয়ালে গাঁথা জীর্ণতার ফাঁকে
যেমন অশ্বত্থ তার পাতা মেলে রাখে
সবুজ প্রাণের রসে ভরা
সূর্যের একান্ত মনোহরা
তেমনি মনের কোণে—ক্ষীণ আশা
দুর্বল ভঙ্গুর
মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বে তোলে
প্রাণতপ্ত স্বর্গগামী সুর।

১৯৫০

BANGLADARSHAN.COM

গবাক্ষ

ছোট ঘর,
জানালা দিয়ে দেখা যায় দূর দূরান্তর–
পার হয়ে মাঠের সীমানা
অরণ্যের নীলিম রেখায়
অজ্ঞাত রহস্য লেখা অজানা জীবন মোহানায়
দৃষ্টি পড়ে। দৃষ্টি পড়ে অদৃশ্য জগতে
আমার এ বদ্ধ কেন্দ্র হতে
ছোট ছোট কৌতুহল, জোনাকীর মত পাখা মেলে
উড়ে পড়ে মনের দেওয়ালে
যে বিশ্ব দেখিনি আমি
অজ্ঞাত যে এ তিন ভুবন
তারই কোন মধ্য আকর্ষণ
মুহুর্মুহু লাগে রক্তস্রোতে
ঐ ছোট গবাক্ষের রন্ধ্রচারী বায়ু
নিয়ে আসে, স্পর্শ করে আয়ু
সমুদ্রের হাওয়া লাগে পার্বত্য শীতল
গায়ে লাগে হিমগলা নির্ঝরের জল
যা দেখিনি দেখি তাও, দৃশ্যের জগত
সত্য হয়ে ওঠে পেলে এতটুকু পথ।
ঘরের জানালা আছে
দেহের কি নেই?
কঙ্কালে শিরায় গাঁথা সেই
দুর্গের গভীরে, দেখায় যা মনের জগত
অকায় অব্রণ নয় শত শত মত
ছোট বড় তুলে কুশাঙ্কুর
অগম্য অজ্ঞেয় যাত্রা করেছে বন্ধুর।
তাই আজও রয়েছে অজানা
আত্মগত শত সম্ভাবনা

BANGLADARSHAN.COM

জানি না এ দেহের আধারে
বারে বারে কি জাগিতে পারে
কি কামনা কি বেদনা কি ভালোবাসায়
কি অভাবনীয় আছে চির প্রতীক্ষায়?
জানি না আমার রক্ত, আমার ধমনি
কি শক্তি বহন করে চলে গনি গনি
দিনক্ষণ মুহূর্ত সময়
এতটুকু রন্ধ্র পেলে আত্মপরিচয়
সমুদ্রের বেগ নিয়ে যৌবন কল্লোলে
চেতনা উত্তপ্ত করে তোলে
সভয়ে মুহূর্তে রুধি গবাক্ষের দ্বারে
আমার রহস্য সাথে পরিচয় হয় না আমার।

১৯৪৭

BANGLADARSHAN.COM

প্রশ্ন

একদিন যারা ছিল পাশে
যাদের চোখেতে রেখে চোখ
বড় ভালো লেগেছিল শীত বর্ষা গ্রীষ্মের প্রকোপ
সকাল সন্ধ্যার রং জ্যোৎস্না কিংবা কালিন্দী যামিনী
যাদের নন্দিত স্পর্শে সত্ত্বা হল সমুদ্রগামিনী
এ প্রশ্ন শুধাব কার কাছে
তারা আজ কোথাও কি আছে!

প্রেম নাকি মৃত্যুঞ্জয়; ভালোবাসা স্বর্গীয় অমর
তবু তার কণ্ঠে কেন মাঝে মাঝে বাজে ভগ্ন স্বর
কেউ ক্লান্ত হয়ে গেল পথ রৌদ্র দাহে
কেউ ভেসে গেল দূরে পার হয়ে মৃত্যুর প্রবাহে
এ প্রশ্ন শুধাব কার কাছে
তাদের সে সত্য কোথা আছে?

BANGLADARSHAN.COM

ইন্দ্রিয় উত্তল করা এ রক্তের ধারা
সুধার সমুদ্র তোলা সে চোখের তারা
মুছে গেল হারাল সে হৃদয় স্পন্দন
সব আছে শুধু নেই স্বর্গ ছোঁয়া মন।
পৃথিবী আপন কক্ষে ঘুরে চলে শব্দহীন পায়ে
আবাহনে বিসর্জনে বরণে বিদায়ে
অন্তর্মূলে, দেহে মনে, বারংবার ঢুকে
পাক দিকে নিয়ে চলে পিছনে সম্মুখে
প্রশ্নহীন চোখে শুধু শূন্যে চেয়ে রই
মনে ভাবি আমি সেই, তবু জানি আমিও সে নই।

১৯৬২

শব্দব্রহ্ম

সুরের এক সমুদ্র আছে
শুনতে পাই নি,
তার তীরে যাই নি
আমার এ দিনে রাতে
শব্দের সংঘাতে
বেজে ওঠে আঘাতে প্রচণ্ড
ধ্বনি খণ্ড খণ্ড।
যখন পাহাড়ের চূড়া খসে পড়ে
নিচের গহ্বরে
মেঘে মেঘে বজ্র বেগে ঝঙ্কার নির্ঘোষে
ক্ষিপ্ত রোষে
মারুতের লীলা
নিষ্ঠুর দুঃশীলা
তখন সে শব্দের সাগরে
শুনেছ কী প্রহরে প্রহরে
কোনো তান, কোনো গান?
যখন সমুদ্র ডেকেছে নদীকে
পথের ওদিকে
উন্মূলিত তরু ভেঙে পড়ে
ঘূর্ণিত নির্ঝরে
সে উত্থিত প্রলাপে মাতাল
বেজেছে কি তাল
শুনেছ কি সুর
চকিত বা মধুর?
যখন মানুষের জগতে
নানামতে যুদ্ধের হুঙ্কার
অমোঘ গর্জনে
শহরে অরণ্যে

BANGLADARSHAN.COM

রুদ্ধস্বরে কখনো বা উচ্চ আর্তনাদে
পাতা হয় মৃত্যুময় ফাঁদ
তখন সে অট্টরোলের গোপনে
মানুষ কি কান পেতে শোনে
অজ্ঞান এ শব্দের নিখিলে
অখণ্ডিত মিলে
প্রচণ্ড প্রচুর–বাজে সুর।
যখন সৃষ্টির প্রথমে
উল্কার বিক্রমে,
প্রাণের ঘোষণা, গেল শোনা,
বিশ্বের ধ্বনিতে
জীবন শোণিতে
প্রান্তরে সমুদ্রে, জৈবযুদ্ধে
হল জমা
বাণী নিরুপমা।
BANGLADARSHAN.COM
সেই অখণ্ড রাগিণী কত শব্দে
নানা দেশে নানা অব্দে
মানুষ বাজালে, মৃদঙ্গ কিংবা বীণা
আফ্রিকার জঙ্গলে
বাজল ঢাক আর শিঙ্গা।
কত হুঙ্কার গর্জনে
স্পন্দিত প্রচুর
শব্দ হল ক্ষণে ক্ষণে সুর।
মনে পড়ে সংগ্রাম মথিত
সেই অগ্রথিত
অদেখা বিশ্বের নাম
যেথা বাঁধা আছে সপ্ত গ্রাম
যে পথ সন্ধানে
মানুষের প্রাণে
অমিলের মিলে
হাসি আর অশ্রুর সলিলে, গ্রথিত গ্রন্থিত

ঈর্ষা দ্বেষ প্রেম আর আনন্দ মন্থিত
ধ্বনি ওঠে। বলে—আমি ভিন্ন নয়
বাঁকা যাহা তা নয় বিকৃত
নিখিলের চির শর্তে সব ধ্বনি
রয়েছে স্বীকৃত...
সুরে বাজে বসন্ত বাহার
শোনে কবি অন্তরে তাহার
গলিত লাভার শব্দ
আগ্নেয়গিরির মন্দ্র
আবর্তিত অখণ্ড কৌতুকে
ঝরে পড়ে সমুদ্রের বুকে
প্রচণ্ড উন্মনা।
আত্মার দুর্জয় বেগ
সেখানেও তবু যায় শোনা...
যা উন্মত্ত যাহা রূঢ়
এমন কি যাহা ক্রূরও
সেখানেও ধ্বনিত স্পন্দিত
নিখিলের সুর তরঙ্গিত।

১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু

বসেছি মৃত্যুর প্রতীক্ষায়
মাথার কাছে খোলা জানালায়
অবগূঢ় অন্ধকার মাখা
উঁকি দিচ্ছে বৃদ্ধ আম্রশাখা
সহস্র পল্লবের ফাঁক দিয়ে
পশ্চিম আকাশের আঙ্গিনা ডিঙিয়ে
একটু বাঁকা আলো
পড়েছে খাটের উপর
স্বজনে ভরে গেছে ঘর
কে কত স্বজন
তাহারই প্রামাণ্য প্রয়োজন
উৎকণ্ঠা তড়িৎ আর মৃত্যুহত হয়ে
চেয়ে দেখে অনিবার্য প্রাণের বিলয়ে
রোগশয্যা কেঁপে ওঠে
দীর্ঘ নাভিশ্বাসে
মৃত্যুর অমিত শক্তি
গ্রাসের উল্লাসে
নাড়া দেয় স্পন্দমান দেহ,
নত দীপ, রিক্ত আলো
আতঙ্কিত স্নেহ।
সতর্কিত পায়ে চলা
রুদ্ধবাক স্বরে
অপেক্ষাকে দিক্ ভ্রষ্ট করে।
যে আমার এত প্রিয়
একান্ত আপন
কত সুখ দুঃখ দিয়ে
ভরেছিল প্রত্যহের মন
আশ্বাসে বিশ্বাসে ভরা

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম পরিশ্রুত

অবিলম্বে হবে বায়ুভূত।

সন্ধ্যা দীর্ঘতর হয়

রাত্রি হয় ঘন

হাতে আছে সময় সামান্য

প্রলম্বিত শ্বাস শব্দ নিস্পন্দ এ ঘরে

ঘণ্টা বাজে প্রহরে প্রহরে।

কাঁদে পত্নী প্রচণ্ড বিলাপে

শোকে কাঁপে,

সন্তান সন্ততি

ক্ষুরধার প্রচণ্ডা নিয়তি

বিবসনা করে দেবে সজ্জিত সংসার

ছিন্ন ভিন্ন স্বর্ণ অলঙ্কার।

মুমূর্ষু জিজ্ঞাসু চোখে চায়

মৃত্যু কাঁপে তারায় তারায়

কথা বল কথা বলে যাও

BANGLADARSHAN.COM

একবার এদিকে তাকাও

কোলাহল কাঁদে দিশাহারা

উন্মুখ পাহারা

করে হায় হায়

কভু চলে, কভু বসে, স্থির প্রতীক্ষায়

আশা নেই ফিরিবার

কৃতান্ত যে একান্ত নির্মম

কখন পড়েছে ঘণ্টা

ট্রেন তবু ছাড়ে না প্ল্যাটফর্ম

কথা সব বলা হয়ে গেছে

হয়ে গেছে বিরহ বিলাপ

জানি তো এ জন্মভরে তপ্ত রবে

বিচ্ছেদ সন্তাপ

শুধুই বোকার মত চাই

গাড়ি তো বলেছে যাই যাই
তবুও যায় না
আশাহীন এ প্রতীক্ষা
কোনো যার অর্থই হয় না।
দীর্ঘ দীর্ঘ সুদীর্ঘ মেয়াদে
ধৈর্যের সমুদ্র ভরে
বিন্দু বিন্দু খিন্ন অবসাদে
থেমে আসে শেষ স্পন্দ
নিরালম্ব আয়ু
নিরাশ্রয় ব্যোমচারী বায়ু
কেঁদে ওঠে তীব্র ক্ষিপ্র স্বর
স্তব্ধ শোক বল্গাচ্যুত উন্মত্ত মুখর।

বৈধব্য যে নিদারুণ
প্রেমও তো কতই প্রবলা
জন্ম জন্ম সম্বন্ধের চির সত্য বলা
বিশ্বাসের দ্বার ভেঙে
উচ্চকিত রব
শ্মশান সন্ধানে চলে শব
লুণ্ঠিত অঞ্চল তুলে
বিধবা কাতর চোখে চায়
কে জানে চাবির গোছা
জ্ঞাতি শত্রু লুকাল কোথায়॥

১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

অমোঘ

জ্যোৎস্নার অগাধ ঢেউ
কেরোসিনের ধুমে পড়ল ঢাকা
বিলুপ্তির অন্ধকার মাখা
ম্লান হল তারা জ্যোতি
সেই ক্ষতি
করেছে বিনিদ্র এই চোখ
এ যে মৃত্যু শোক।
মৃত্যু হল মহামানবের
মানব প্রেমের ভিক্ষু
সুগত যে সে বোধিসত্ত্বের
মরে যাবে শ্রীচৈতন্য
শ্রীরবীন্দ্রনাথ
মানুষ আবার হবে
নিঃসঙ্গ অনাথ
লোভের উদগ্রীব গ্রীবা তুলে
কার ধ্বংস খুঁজিছ সমূলে
লাঞ্ছিত মানববৃত্তি
প্রীতি নির্বাপিতা
উত্তপ্ত বারুদে জ্বেলে
আত্মঘাতী চিতা।

হে মোহান্ধ চীন
আর কি কখনো পাবে
তোমার সে দিন!
জ্ঞানের অমিত লিপ্সা
অতিক্রান্ত উত্তুঙ্গ তুষার
কৃতাঞ্জলি হে বিদ্যার্থী
দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াবে আমার?
রক্তমাখা মাটি নয়

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের সত্য অধিকারে
আমার পরম ধন
নিয়ে যাবে তোমার ভাণ্ডারে
তারি প্রতীক্ষায় আছি
আমি শত্রুজিৎ
তোমার অস্ত্রের চেয়ে
অমোঘ যে আমার সঙ্গীত
ধুম্রলীন দীপ হতে
আমি তাই ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলে
আকাশে যে জ্যোৎস্না আছে
সেকথা যাব না আর ভুলে।

১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

সভামঞ্চ

বসে আছি মঞ্চ বাঁধা সভার প্রাঙ্গণে
পড়ছে মনে
এই তো কদিন হয়
এ জায়গাটি ছিল জলময়
মাঝে মাঝে হচ্ছে ধানের চাষ
বেগুন ক্ষেতে মুলোর ক্ষেতে
গজিয়ে আছে আ-নিড়ানো ঘাস
ছোট ছোট নিকিয়ে নেওয়া দেওয়া
কঁচি শশার বাঁকা লতা বাওয়া
খড়ের চালে চালকুমড়োর
প্রসাধনী মুখ
ইটের ঠোকর খাওয়া চোখে
ভরছে স্বর্গসুখ।
মাঝে মাঝে একটি দুটি সিমেণ্ট দিয়ে মোড়া
সৌধ শিখর ধনের কেতন ওড়া
দাঁড়িয়ে ছিল যেন আগন্তুক
তারি প্রতি সপ্রশ্ন কৌতুক
চিহ্ন রেখে যায়
লাঙ্গল আঁকা দাগে দাগে
প্রসন্ন রেখায়–
আজ সেখানে ঘরের পরে ঘর
উন্মূলিত ধানের ক্ষেত আর
সফলা প্রান্তর
ভরে গেছে লোকের পরে লোক
ঘর হারানো দিশাহারা বুকের মধ্যে শোক।
অড়হর ডাল আর বেগুন উচ্ছে মুলো
পায়ের চাপে ধুলো
আমের বাগান কেটে হল কাঠ

BANGLADARSHAN.COM

জমা জলের পঙ্কে পঙ্কে ভরে উঠল মাঠ
শত শ্বাসের বিষবাষ্পে
সঞ্চারিত পাপ
নগর এ নয় মৃত্যু অভিশাপ।
তবু জীবন শব্দবিহীন পায়ে
ভরে ওঠা সহস্র পল্লবে
তৃণের মত বিশ্বজয়ী হবে।
তারই প্রমাণ দিচ্ছে এ মাঠ জুড়ে
মাইক থেকে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
গানের বুলেট, সুরের চিহ্ন ছাড়া
কালীমায়ীর পূজা দাপে
কাঁপিয়ে দিয়ে পাড়া।
যেমন করে ঘরের পাশে
গর্ত ও নর্দমা
ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার
স্তূপ হয়েছে জমা
সরিয়ে নেবার নাই কোনো উদ্যম
সহ্য শক্তি মহামারির বাড়াচ্ছে বিক্রম
তেমনি করে যুগান্তরের
সঞ্চিত জঞ্জাল
লরি চড়ে নৃত্য করে বাজিয়ে কর্তাল।
কতদিনের বিড়ম্বনা নিরর্থকের ভার
কত মৃত্যু যার কোনোদিন
হল না সৎকার
তারি বোঝায় ন্যুব্জে পড়া কাঁধ
তবু জাগে নূতন নূতন সাধ।
আদ্যিকালের অসাধ্য তাই
এই আধুনিক পূজা
করাল বদন নেই এখানে
নেই কো দশভূজা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধুম

BANGLADARSHAN.COM

জনসভায় উচ্চভাবের একান্ত মরশুম।
আঁশ ছড়ানো পাঁশ গাদাতে
ডাক দিয়েছি দেশ বিদেশের লোক
তাদের কত দুঃখ আছে
তা নিয়ে আজ ঠিক জানাব শোক।
মাঝে মাঝে ছাড়ব উপদেশ
বিশ্বপ্রেমে ভরা আমার দেশ।
শ্রোতার মধ্যে দুশ চারশ শিশু আছে বসে
পায়ে রিকেট, ছিন্ন বসন
পাঁজর গেছে ধ্বসে।
ঐ মাঠেরই ক্ষেতে ছিল
গজিয়ে ওঠা তৃণ
তারাও এমন শীর্ণ খিন্ন
হয়নি কোনো দিনও
অন্ন তো আর ভাঁড়ারে নেই
আছে কিন্তু শখ
প্রথম রকেট তার পরে
ঠিক ওড়াব ভস্টক।

BANGLADARSHAN.COM

বিবেকানন্দ ও আমি

সত্যসন্ধ পরম মানব
তোমাকে আপন বলি
এ স্পর্ধা হল না অসম্ভব।
আজ সেই অকুণ্ঠ ঘোষণা
অনায়াসে সহ্য হল,
কান পেতে রোজ গেল শোনা।

তুমি নেতা ছিলে
আর আমিও নায়ক
তোমার অমিত তেজে
ত্যাগের পাবক।
ঊর্ধ্বমুখে জ্বলেছিল
সেখানে নিঃশেষে হল ছাই
কত স্বার্থ, কত লোভ, কত ক্ষুদ্রতাই।
কম্বুকণ্ঠে উদ্ঘোষিত পরম আহ্বান
পতিতের দুঃখিতের চির জয়গান
পঙ্কশয্যা হতে উঠে প্রাণস্পন্দ বেগে
তোমার পবিত্র স্পর্শে মৃত্যু হতে জেগে
নর যারা হল নরোত্তম।

এ সত্য পরম
আমিও তো জানি।
বইয়ে বাঁধা তোমার যে বাণী
সে আমার মুখে মুখে গীত
অসংখ্য মানুষ শুনে হয়েছে স্তম্ভিত।
তুমি গুরু ছিলে আর আমিও তো নেতা
শতবক্র পাক দেওয়া কত ভোটে জেতা।
তোমার সেবার মন্ত্রে
আমিও তো করিব সেবাই
তাহারি উদগ্রলোভে

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে মাঝে শত্রুকে নেবাই
নিন্দা আর কলঙ্কের গ্লানি দিয়ে তাকে
পথের কণ্টক তুলে
দৃঢ় করি সেবা অভীস্পাকে।

আমারও প্রতিজ্ঞা রবে স্থির অচঞ্চল
স্বার্থে স্বার্থে গিঁঠ দিয়ে বাঁধি তাই মানুষের দল।
টানে তারা মধ্য আকর্ষণে
গরল মন্থিত করে আর্তদেহে মনে।
তোমার বীর্যের বাণী
আমারেও করে তোলে বলী
গেঁথে আনি পূজার অঞ্জলি।
মর্মর মন্দির ছায়া সাজান সভায়
পরি বসে সুরভি চন্দন
তোমার বন্দনে মেশে আমার বন্দন।
সম্মুখে চঞ্চল দেখি মানব সাগরে
আমার অগণ্যভক্ত বন্দরে নগরে।
তোমারেও ভালোবাসে আমারও তো একান্ত স্বকীয়
তোমারি বাণীর মন্ত্রে ইহাদের করেছি আত্মীয়
দিয়েছে আমারে শ্রদ্ধা অমেয় বিশ্বাস
এদেরই বাহুর বলে শক্তি ভরা আমার নিঃশ্বাস।
দারিদ্র্য যে নারায়ণ সে মন্ত্রের জোরে
অন্নহীনে বস্ত্রহীনে রাখি শান্ত করে।
বঞ্চিতের উষ্ণশ্বাস
প্রতপ্ত বিলাপ
ওঠে না সে উচ্চ হর্মে
নিয়ন্ত্রিত যেথা শীততাপ।

হে বীর হে বীর্যবান হে আদর্শ নর
তোমারেই করেছি তো একান্ত নির্ভর
তবু মাঝে মাঝে মোর শশীহারা রাতে
কখনো প্রদোষে আর কখনো প্রভাতে

BANGLADARSHAN.COM

কি অজ্ঞাত ত্রুটি
তোমার ললাটে যেন ঘনায় ভ্রূকুটি
ভীত পরাজিত মনে কিসের সন্তাপ
পাবকে স্পর্শিত হয় পাপ
তারই দিব্য ব্যোম স্পর্শ দাহ
গলান আগ্নেয়গিরি মৃত্যুর প্রবাহ
চমকিত দামিনীর বহ্নির মতন
জ্বলে তব তৃতীয় নয়ন।

ক্ষণে ক্ষণে জানি
তোমার শরিক নয় আমি শুধু প্রাণী
আমি শুধু অকিঞ্চন নর
নরোত্তম হতে সাধ ভিক্ষা চেয়ে
ফিরেছি সে বর।

১৯৬৩

BANGLADARSHAN.COM

মহামানবকে

তোমাকে বন্দনা করতে শক্তি দাও
প্রবঞ্চিত বন্দী আমার আত্মা
তাকে শোনাও
সেই বার্তা, সেই গান
নিঃসংশয় অমোঘ আহ্বান
যে গানে নন্দিতা
উজ্জীবিত হল নিবেদিতা।

জানি আমি ছোট ছোট বীজ
রয়েছে আলোর প্রত্যাশায়
মাটির বন্ধন খুলে
উদ্ধারিত করে দিতে চায়
স্বর্গমুখী প্রাণের স্পন্দনে।
জড়ত্বের অসংখ্য বন্ধনে
বন্দী হয়ে দিয়েছি বিকায়ে
আকাঙ্খা জর্জর সত্তা
স্বকম্পিত দায়ে।
আমি খিন্ন পরিক্লিন্ন
তবু মোর ক্রন্দিত পিপাসা
ঊর্ধ্বোত্থিত এক স্বপ্ন, একটি প্রত্যাশা
তোমাদের চোখে রেখে চোখে
দেখে নেব একবার ভূর্ভূব এই স্বর্লোক

মর্ত্য আর দিবি
নক্ষত্রখচিত স্বর্গ আশ্চর্য পৃথিবী
দুইএ মিলে কোন অভিপ্রায়ে
বারে বারে দিয়েছে পাঠায়ে
যে পূর্ণ মানবরূপ
তোমাদের বিগ্রহে সম্ভব
তাহারি সে অমেয় গৌরব

BANGLADARSHAN.COM

একবার লেগে প্রাণ মূলে
অজ্ঞাত যে সম্ভাবনা–দিক তার লৌহ দ্বার খুলে
স্বর্গমুখী সুখ
চৈতন্যের কেন্দ্র হতে একবার ভরিয়া তুলুক
আমার কর্মের পাত্র
সত্য হোক জীবনের রতি
জ্যোতিষ্কের মহাঙ্গনে
মুহূর্তের প্রাণের আরতি।

BANGLADARSHAN.COM

পরশ পাথর

কোলাহলে আবর্তিত
জনতার উদ্বেগে মুখর
উৎক্ষিপ্ত হতেছে ঊর্ধ্বে প্রাণঘাতী স্বর–
লেগেছে কুটিল দ্বন্দ্ব
স্বার্থে স্বার্থে চলেছে দ্বৈরথ
শানিত সঙ্গীন তুলে শত শত মত
তোমার আমার এই আত্মার ভিতরে
বিষ বাষ্প ঘনীভূত করে।
দেখি না ভাইএর মুখ
বন্ধু হল ক্রুর
তীক্ষ্ণ মুখ অবিশ্বাস
তাহারি নিষ্ঠুর
ছায়া পড়ে আতঙ্কিত মনে
আমার এ মৃত্যুনীল প্রাণের গহনে।
এ মৃত্যু যে অপমৃত্যু
পরিণতি নয়
ঊদ্ভিন্ন নূতন বীজে
রেখে যাওয়া শাশ্বত সঞ্চয়
ঈর্ষায় মন্থিত হয়ে এ মৃত্যুর ধারা
ইতিহাসে বার বার এনেছে সাহারা
মরুত্তাপে বিশুষ্ক দৃষ্টিতে।
তবু প্রেম বারে বারে নূতন সৃষ্টিতে
নূতন প্রাণের বাণী আনে সমুৎসুখ
তোমার আমার মাঝে
মেলে দিয়ে চির উষ্ণ সুখ–
হে মানুষ তুমি তাই অনন্ত অশেষ
তোমার সত্যের মাঝে
অপাবৃণু আমার স্বদেশ

BANGLADARSHAN.COM

যে কখনো যায়নি হারায়ে–
লুব্ধ মনে সে সত্যের সীমানা পারায়ে–
স্বার্থে যার শেষ নয়
যে পরার্থ প্রাণের সম্মান
এ দেশের ইতিবৃত্তে রেখে গেছে স্থির অভিজ্ঞান

উচ্চারিত ঋক্ মন্ত্রে
ঊষার আহ্বানে
প্রথম জ্ঞানের যজ্ঞে
যে কবির প্রাণে–
অনন্ত এ জ্যোতির্লোক
মর্ত্য আর দিবি–
যাঁদের আনন্দে হল
নন্দিত পৃথিবী
আমার প্রাণের কেন্দ্রে
যেথা তার চিহ্ন অবশেষ
ধূলার গুণ্ঠন খুলে
দেখাও সে আমার স্বদেশ।

কর্তব্যে নিশ্চল হয়ে
গাণ্ডীবে যে দিয়েছে টঙ্কার
বীর্যের ইন্ধনে জ্বলে স্থির প্রতিজ্ঞার
কিণাঙ্কিত বাহুমূলে শক্তির আগুন
প্রজ্ঞা প্রেমে একত্রিত জয়ী কৃষ্ণার্জুন।
অসূয়া নিয়েছে মুছে সমুদ্যত শক্তিশেল হতে–
আবার তাদের মূর্তি দেখাও এ উদ্‌ভ্রান্ত জগতে।
ব্রতবদ্ধ আচারের একান্ত অধীন
তবুও আপন সত্য বেচে নাই যারা কোনোদিন
লোভে যারা অস্পর্শিত
দারিদ্র্যে যে ধৃত স্থিত মন
অচল যে ধর্মাসনে
তপস্যায় বসেছে ব্রাহ্মণ–

BANGLADARSHAN.COM

তাহাদের চিত্তদীপে আর একবার
আলো কি জ্বালাতে পার স্বদেশে আমার?

ভ্রমের কণ্টক তুলে ছিন্ন করে নিরর্থ সংস্কার
মানবের চির মূল্য যে বিপ্লবী করেছে উদ্ধার
করুণার প্রেমস্নাত কল্যাণের ব্রত–
উচ্চারিত বিশ্বপ্রেমে প্রেমী তথাগত।
তাঁহাদের প্রাণ-স্পর্শে শুদ্ধ অমলিন
প্রেমের পরম জ্যোতি ফেলে নাই ছায়া কোনো দিন
আজ তাঁরা পরিত্যক্ত তাঁহাদের বাণী পরাভূত
লোভের পঙ্কিল জলে আবিল যে ধর্ম পরিশ্রুত।
সভ্যতার শূলে বেঁধা শুধু এক শূন্য হাহাকার–
শত স্বার্থে মেলে জাল যুধ্যমান করেছে সংসার।
শত্রুর বিষাক্ত শর কত ছদ্মবেশে–
হেনেছে যে অস্ত্রাঘাত অসতর্ক প্রাণমূলে এসে–
তারে ভস্ম করে দেবে সে পাবক নিবায়ে ব্রাহ্মণ
ভুলে গেছ প্রতিজ্ঞার নিঃস্বার্থ সাধন–
ফন্দীর জটিল জালে মৃত্যু তিক্ত স্বাদ
লোভের গহ্বরে বদ্ধ অশুদ্ধ এ ব্যর্থ আর্তনাদ–
শুধু আশা এরই নিচে খনির ভিতর
একদিন অকস্মাৎ জন্ম নেবে পরশ পাথর
প্রজ্ঞার মুখোশ পরা মূঢ়ের ছলনা
খুলে যাবে স্পর্শে তার, মেলে স্বর্ণ কণা
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বগতি সত্যের উন্মেষ
মৃত্যুর সীমান্তে এসে দেখে যাব এ অমর্ত্য দেশ

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥